দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12.0 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

মন্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত

আবুল মাল আব্দুল মুহিত

অর্থনীতিবিদ, কূটনীতিক, ভাষা-সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা আবুল মাল আব্দুল মুহিত ১৯৩৪ সালে সিলেটের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা, তৎকালীন সিলেট জেলা মুসলিম লীগের কর্ণধার অ্যাডভোকেট আবু আহমদ আব্দুল হাফিজের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর মা সৈয়দ শাহার বানু চৌধুরী রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন।

জনাব মুহিত ছাত্র জীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৯৫১ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান,১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং ১৯৫৫ সালে এই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এমএ পাস করেন। চাকরিরত অবস্থায় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নসহ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমপিএ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস-এ (সিএসপি) যোগদানের পর জনাব মুহিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি পরিকল্পনা সচিব এবং ১৯৭৭ সালে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বহি:সম্পদ বিভাগে সচিব পদে নিযুক্ত হন। জনাব মুহিত পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের চীফ ও উপ-সচিব থাকাকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের ওপর ১৯৬৬ সালে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে এটিই ছিল এই বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন। ওয়াশিংটন দূতাবাসের তিনি প্রথম কূটনীতিবিদ, যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ পরিত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তিনি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় তিনি একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৮১ সালে চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে তিনি অর্থনীতি ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হিসাবে ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও ইফাদে কাজ শুরু করেন। ১৯৮২-৮৩ সালে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মুহিত বিবাহিত। স্ত্রী সৈয়দ সাবিয়া মুহিত একজন ডিজাইনার। তাঁদের তিন সন্তানের মধ্যে প্রথম কন্যা সামিনা মুহিত ব্যাংকার ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, বড় ছেলে সাহেদ মুহিত বাস্তুকলাবিদ এবং কনিষ্ঠ পুত্র সামির মুহিত শিক্ষকতা করেন। তিনি ৬ জানুয়ারি '০৯ অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন।-তথ্য বিবরণী

গোলাম মোহাম্মদ কাদের

গোলাম মোহাম্মদ কাদেরের জন্ম ১৯৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার দিনহাটায়। তার পিতার নাম মরহুম মকবুল হোসেন এবং মাতার নাম মরহুমা মহিদা খাতুন।

জনাব কাদের ১৯৬৩ সালে রংপুর জেলা স্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৬৫ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ঢাকা থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (মেক্যানিক্যাল) ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি ডক ইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. নারায়ণগঞ্জ, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড শিপ বিল্ডিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানি লি., যমুনা অয়েল কোম্পানি লি. ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইরাক কৃষি মন্ত্রণালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষণ, সেমিনারে যোগদান, সরকারি সফর ও ব্যক্তিগত কাজে সিঙ্গাপুর, দুবাই, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া, থাইল্যান্ড, কানাডা, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, নেপাল, জাপান, চীন, ভিয়েতনামসহ বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেন।

তিনি সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সপ্তম জাতীয় সংসদে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০০১ সালের পয়লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি অষ্টম জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী বিধি ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য। ৬ জানুয়ারি ২০০৯ তিনি বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জনাব কাদের বিবাহিত এবং এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। বই পড়া, লেখা ও ভ্রমণ তার শখ। ২০০১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সময় প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয় তার কবিতা সংকলন কালো গোলাপ। -তথ্য বিবরণী